আন্দ্রেই তারকোভস্কি

.....

শিল্প জিজ্ঞাসা

শিল্প জিজ্ঞাসা, শিল্পতত্ত্বের সন্ধান শুধু কবি আর লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেন শিল্প, কার জন্য শিল্প—সর্বকালের শিল্পীই এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। এবং প্রত্যেক শিল্পীকে বেছে নিতে হয়েছে তাঁর নিজের পথ। এক জনের পথের সঙ্গে অন্যজনের পথের অমিলও বড় কম নয়। প্রত্যেক শিল্পীই চালিত হন তাঁর নিজের নিয়ম, সূত্র অনুসারে। অন্যরা সেই সূত্র মেনে চলতে বাধ্য নন। শিল্প সাধনায় মত ও পথের অন্ত নেই।

বাজারের পণ্য না হলে, (অর্থাৎ যেখানে ভোক্তাতুষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য) শিল্পীকে এমন এক প্রশ্নের উপর আলো ফেলতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে, যা আমাদের অস্তিত্বকে কাটা ছেড়া করে : কেন বেঁচে আছি, কেন এই জন্ম।

প্রকৃতির কিরীট মানব ধরায় এসেছে যেন এই মাত্র জেনে নিতে, কেন এই আগমন। মানবের সাহায্যেই স্রষ্টা জানতে পারে নিজেকে। এই অগ্রগতিই বিবর্তন। মানবের যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া যার সহচর।

পৃথিবীতে সম্ভবত এমন দুর্ভাগা মানুষ একজনও নেই যে এই প্রক্রিয়ার আঁচ পায়নি। মানবজাতির ভাঁড়ারে সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় ভাগ বসায় প্রত্যেকেই। আর প্রতিবার প্রত্যেকের কাছে আত্মোপলব্ধির নিত্য নতুন দরজা খুলে যায়। অসম্পূর্ণ, অভাব—তাড়িত, অপর্যাপ্ত 'আমি'—ই মানুষের যন্ত্রণা ও অসন্তোষের এক অনন্ত উৎস। ব্যক্তি মানুষের লক্ষ একটাই, আত্মিক ও নৈতিক

আত্মোপলব্ধি। নিজের বাইরে ব্যাপ্ত বিপুল বিশ্বের সঙ্গে বার বার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে চলে পীড়িত মানবাত্মা। অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণের স্পর্শ চায়।

বিজ্ঞানের মতো শিল্পও এক অর্থে এমন এক দুর্লভ পন্থা যার সাহায্য 'অমোঘ সত্যে'র দিকে মানুষের যাত্রা পরিচালিত হয়। জ্ঞানের এক হাতিয়ার বিশেষ। তবে বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্যেরও ইতি এখানেই। এরপরই পৃথক হয়ে যায় তাদের পথ। মানবের সৃজন ক্ষমতার এই দুই প্রতিমূর্তির সাহায্যে শুধু অবিষ্কার নয়, মানুষ সৃষ্টিও করে। বৈজ্ঞানিক ও নান্দনিক সত্যের মধ্যে তফাতের, স্বাতন্ত্র্যের এই ক্ষেত্রটিকে স্মরণ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানে মানুষের জ্ঞানের গতি পর্যায়ক্রমিক। চলে একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে। এই সিঁড়ি অন্তহীন, সামনে। নতুন জ্ঞান সব সময়ই তাকে বদলে দেয়। পালটে যায় পুরনো ছবি। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে, পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের আবিষ্কার আগেকার জ্ঞানকে, সত্যকে বাতিল করে, প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়।

শৈল্পিক প্রতিটি আবিষ্কার জগতের নতুন, অনন্য চিত্র উপস্থিত করে। পরম সত্যের সাঙ্কেতিক চিত্রের মতো। এ যেন এক উদ্ঘাটন। এক মুহূর্তে, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো বিশ্বের সত্যাবলি উপলব্ধির এ এক উন্মত্ত বাসনা। বিশ্বের সৌন্দর্য, রুদ্রতা, সমবেদনা তার অসীমতা এবং তার সীমাবদ্ধতা—সব, সমস্তই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যেন। পরম সত্যের অনন্য উদ্ঘাটক স্বরূপ মানস প্রতিমা (চিত্রকল্প) সৃষ্টি করে শিল্পী এই ভাব প্রকাশ করেন। অসীমের চেতনা ধরা থাকে ঐ মানসপ্রতিমায়। সসীমের মধ্যে চিরন্তন। বস্তুর মধ্যে চিন্ময়, পরমার্থ। সীমাহীনকে রূপের সীমার মধ্যে এনে ফেলা।

শিল্প বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাবাদী কার্যধারার জন্য পরম আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের অগোচরে থেকে যায়; এই প্রতীক সেই সত্যের সঙ্গে যুক্ত।

বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করতে হলে ব্যক্তিকে চিন্তার যৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। একেবারে শুরুতেই তাকে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বিশেষ ধরণের শিক্ষা পেতে হবে। শিল্পের সম্ভাষণ সকলের প্রতি। সংক্ষোভ জনিত ক্ষতের কারণ হয়ে ওঠা, যাতে তাকে (শিল্পকে) অনুভব করা যায় সেই রকম ছাপ রেখে যেতে চায় সে। অকাট্য যুক্তির পথে নয়। অধ্যাত্ম শক্তির মাধ্যমেই শিল্পী এই অসাধ্য সাধন করেন। শিল্প কর্মে অধ্যাত্ম শক্তির প্রবেশ ঘটিয়ে।

যেখানেই সময়হীন, অধ্যায়ের জন্য, আদর্শের জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্খা রয়েছে শিল্প সেখানেই জন্ম নেয়। অস্তিত্বের অর্থ অনুসন্ধানের পথ পরিত্যাগ করে আধুনিক শিল্প ভুল পথে মোড় নিয়েছে। ব্যক্তির মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই এটা ঘটেছে। আধুনিক শিল্পের মর্মার্থ বলে যা প্রকাশিত হচ্ছে বস্তুত তা যেন শুরু থেকেই সন্দেহভাজন কিছু চরিত্রের উদ্ভট আচরণ মাত্র। তাঁদের ধারণা ব্যক্তিক আচরণ মাত্রেই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু। শিল্প যেন ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার এক প্রদর্শনী। শিল্প সৃষ্টিতে কিন্তু ব্যক্তি নিজেকেই শুধু স্পষ্ট, নিশ্চিত করে তোলে না অন্য এক ধারণা, গোষ্ঠীগত উচ্চতর এক আদর্শের সেবায় সে নিযুক্ত।

শিল্পী সর্বদাই সেবক। অলৌকিক ভাবে সে যে বর পেয়েছে। অনন্তকাল সেই প্রাপ্তির ঋণ চুকিয়ে চলেছে। আধুনিক মানুষ অবশ্য কোনওরকম ত্যাগ স্বীকার করতে চায় না। যদিও ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃত অর্থে সুনিশ্চিতভাবে প্রকাশ করতে পারে একমাত্র ত্যাগের পথেই। ক্রমশ আমরা ভুলে যাচ্ছি একথা এবং সেই সঙ্গে হারিয়ে ফেলছি মানবিক ব্রতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ……

সৌন্দর্যের প্রতি, আদর্শের প্রতি আকুতি শিল্পের চূড়ান্ত লক্ষ, সত্যম শিবম সুন্দরমের কথা বললেও আমি একবারও একথা বলছি না শিল্পে জাগতিক 'কলুষ' এড়িয়ে চলতে হবে। তাকে বর্জণ করতে হবে। বরং তার উল্টোটা। শিল্প প্রতিমা রূপক। বিকর সৃষ্টি করে সে। একের স্থান দখল করে অন্য। ক্ষুদ্রতরের স্থান নেয় মহত্তর কিছু। জীবন্ত কোনও কিছুকে বোঝাতে শিল্পী হয়ত বেছে নিলেন মৃত কোনও কিছু। অসীমের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হল সসীমের মধ্যে। বিকর রচনা … অসীমের বস্তু রূপায়ন অসম্ভব। যদিও সেই অসীমের মায়া সৃষ্টি তার প্রতিমা নির্মাণ অসম্ভব নয়।

প্রচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য পরস্পরের মধ্যে একই আধারে রয়েছে। এই অত্যাশ্চর্য স্ববিরোধ তার আজগুবির ডালি জীবনেও বিস্তারিত। সমন্বয় এবং টানাপোড়েন একীভূত হতে পারে এমন এক সমগ্রতা শিল্পে রচিত হয়। বহুস্তরের বিবিধ উপাদান সেখানে সংস্পর্শী—শিল্পপ্রতিমা বৈচিত্রের ঐক্যকে স্পন্দিত করে তোলে, তাকে প্রায় স্পর্শের আওতায় নিয়ে আসে।

শিল্প প্রতিমার ধারণা, তার অন্তর্বস্তুর বিবরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই ব্যাখ্যা বিবরণ কখনওই পর্যাপ্ত হতে পারে না। প্রতিমা কেবল নির্মাণ করা চলে এবং তাকে অনুভবযোগ্য করে তোলা যায়। তা গৃহীত কিংবা বাতিল হতে পারে। কিন্তু মেধা দিয়ে কিছুতেই তাকে বোঝা যাবে না। অনন্তের ধারণা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার কোন বিবরণও পেশ করা যায় না। একমাত্র

শিল্পের মাধ্যমেই তা অনুধাবন করা চলে। শিল্পই তাকে স্পর্শনীয় করে তোলে। বিশ্বাস নির্ভর হয়ে, সৃজনশীল কাজের মধ্যেই পরমকে অর্জণ করা সম্ভব।

সেবার জন্য প্রস্তুতি, আপোসে আপত্তি এবং নিজের ব্রতে বিশ্বাস সৃজন অধিকার অর্জণের শর্ত। শৈল্পিক সৃষ্টির দাবি হল শিল্পী নিজেকে ধ্বংস করবে। সম্পূর্ণরূপে। সুতরাং শিল্পের মধ্যে পরম সত্যের কোন সাঙ্কেতিক চিত্র থাকলে তা হবে বিশ্বেরই এক মানস প্রতিমা। শিল্পকর্মে প্রকাশিত এই প্রতিমা সর্বকালীন। শিল্পে বিজ্ঞানের মতো পর্যায়ক্রমিক সিঁড়ি গড়ে ওঠে না। স্বতন্ত্র, অনন্ত ক্ষেত্র রচিত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্র শুদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি অপরটির পরিপূরক বা বিরোধী হতে পারে কিন্তু কেউই কাউকে বাতিল করে দিতে পারে না। বরং পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে। সর্বব্যাপক একটি ক্ষেত্র রচনা করে। অনন্তের গর্ভে যার জন্ম। চিরকালীন ও যথার্থ এই কাব্যিক প্রকাশ মানুষের ক্ষমতারও সাক্ষ্য। কার আদলে কার মতো সে ভাবে, অনুভব করে, সেই অনুসারে সাড়া দেয় মানুষ—স্বীকার করে নেয় কোনও বিশেষ শিল্পকর্ম।

শৈল্পিক সৃজনশীলতার গুরুত্বপূর্ণ, অন্যতম একটি দিক হল সংযোগস্থাপন। পার্থিব অর্থে বিজ্ঞানের মতো শিল্পের কোনও বাস্তব লক্ষ নেই। ব্যবহারিক মূল্য, বাস্তব উদ্দেশ্যসাধন—এসব কিছু নেই। শিল্পের ভাষা বৈচিত্রময়, রূপকধর্মী। মানুষ এই ভাষার সাহায্যে প্রাণের কথার আদান প্রদান করে। তবে কোনও বাস্তব সুবিধালাভের জন্য নয়। ভালবাসার আদর্শ উপলব্ধির জন্য। আত্মদানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সে ভালবাসার অর্থ। বাস্তববাদের একেবারে বিপরীত মেরুর বস্তু এই ত্যাগ। আমি বিশ্বাসই করতে পারি না একজন শিল্পী কেবল 'আত্ম-প্রকাশের' জন্য কাজ করতে পারেন। কোথাও অনুরণন, সাড়া সৃষ্টি করতে না পারলে আত্মপ্রকাশ অর্থহীন। অন্যদের সঙ্গে অধ্যাত্ম-সম্পর্কে বিজড়িত হওয়ার এক যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া হতে পারে বড় জোর। এর মধ্যে বাস্তব লাভালাভ কিছু নেই। এবং এদিক থেকেও শেষ পর্যন্ত এ কেবল তা ত্যাগই। শুধু নিজের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য এতখানি ঝুঁকি, এই বলিদান কেউ বেছে নিতে পারে না।

বিজ্ঞান এবং শিল্পে অবধারণের অর্থ এক নয়। এই দুটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিনিসকে চিহ্নিত করা হয় 'বোঝা' এই শব্দটির দ্বারা। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এর অর্থ যৌক্তিক স্তরে, বুদ্ধির স্তরে সহমত হওয়া ; একটি তত্ত্ব প্রমাণের প্রক্রিয়ার মতোই মননশীল কোন কাজ।

শিল্প প্রতিমা অবধারণের অর্থ আবেগ অনুভূতির স্তরে সুন্দরের বরণ। নান্দনিক অর্থে তাকে গ্রহণ করা।

তফাত আরও আছে, বৈজ্ঞানিকের প্রেরণা আর শিল্পীর প্রেরণা এক নয়। যদিও মনে হতে পারে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রেরণার ফল।

কী ভাবে শিল্পপ্রতিমার জন্ম হয় মননের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। অনন্য ও অবিভাজ্য এই চিত্রকল্প মননের স্তরে নয় অন্য কোনও স্তরে সৃষ্ট হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের মুহূর্তে যুক্তির স্থান নেয় বোধ। শিল্পে ধর্মের মতোই বোধের সমতুল্য হল বিশ্বাস। এ হল মনের এক বিশেষ অবস্থা, চিন্তা-প্রক্রিয়া নয়। বিজ্ঞান একান্তভাবেই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নির্ভর। চিত্রকল্প বা শিল্পপ্রতিমা নিয়ন্ত্রিত হয় উদ্‌ঘাটনের গতিময়তায়। আকস্মিক ঔজ্জ্বল্যের বিদ্যুৎ চমক, বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি। এ এক আচমকা উদ্ভাসন। যাতে সমগ্র, অনন্ত ধরা দেয়। সচেতন চিন্তার মধ্যে এই ব্যাপ্তি, এই আশ্চর্য বিস্ফোরণ ধরে না। সচেতন চিন্তার পরিসর অত বৃহৎ নয়।

শিল্পের চিন্তা যুক্তি অনুসরণ করে না, বা তার আচরণকে যুক্তির মালায় গেঁথে নেয় না। সে তার নিজের বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সত্যকে বিরুদ্ধ পক্ষের সামনে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে যথার্থ বলে তুলে ধরা সম্ভব। শিল্পী কিন্তু কখনই প্রমাণ করতে পারেন না তিনিই সঠিক। শিল্পী যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন তাতে যদি কেউ সাড়া না দেন, নির্বিকার থাকেন, যদি সেই চিত্রকল্প কারও হৃদয় জয় করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে শিল্পী অসহায়। শিল্পে আবিষ্কৃত জগৎ সম্পর্কিত সত্য বহন করছে যে শিল্পকর্ম তার মুখোমুখি হয়ে দর্শক, শ্রোতা এবং পাঠক এমনকী ক্লান্তও বোধ করতে পারেন। একঘেঁয়ে লাগতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা লেভ তলস্তয়ের কথা স্মরণ করতে পারি। বিশেষ করে তলস্তয়ের সেইসব রচনা যেখানে নৈতিক প্রেরণা থেকে তিনি তাঁর ভাবাদর্শ প্রকাশের জন্য খুব সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট মিতকথনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। এইসব রচনা কী ভাবে রচয়িতার বিরোধিতা করেছে আমরা দেখতে পাই। লেখকের আদর্শবাদী পাঁচিল আরও ভেঙে ফেলেছে, একের পর এক। লেখকের চাপিয়ে দেওয়া কাঠামোর মধ্যে শিল্পপ্রতিমা নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি। তাকে ছাপিয়ে, নস্যাৎ করে বিরাট হয়ে উঠেছে এই সব রচনা। এমনকি কখন কখন কাব্যিক অর্থে নিজেদের যৌক্তিক অবয়বের বিরোধিতা করেছে। সেইসব মহান শিল্পকর্ম

দীর্ঘ জীবন পেয়েছে, বেঁচে আছে আজও। এইসব রচনার নান্দনিক এবং হৃদয়গ্রাহী বিপুল গভীর প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না, যদিও লেখকের মূলতত্ত্ব মেনে নিতে পারছি না। প্রায়শই দেখা যায় শিল্পীর নিজের দুর্বলতা অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই জন্ম নিচ্ছে এক মহৎ শিল্পকর্ম। দুর্বলতা অতিক্রমের এই চেষ্টায় শিল্পী যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন এমনও নয়। শিল্পকর্মের মধ্যে তাদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। দুর্বলতার চিহ্নগুলি থাকা সত্ত্বেও শিল্প রূপ পরিগ্রহ করেছে, গড়ে উঠেছে। থেকে গিয়েছে দাগ, ফাটল।

শিল্পী তাঁর জগৎ প্রকাশ করেন আমাদের কাছে। আমাদের বাধ্য করেন হয় তা বিশ্বাস করতে অথবা অপ্রাসঙ্গিক অবিশ্বাস্য বলে বর্জন করতে। শিল্প-প্রতিমা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নিজের চিন্তাকে গৌণ করে তোলেন, তাকে বশে রাখেন শিল্পী। বিশ্বের যে চিত্রকল্প উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আবেগমথিত উপলব্ধিতে তার কাছে নিজের চিন্তা তুচ্ছ, খড়কুটো মাত্র। চিন্তা হ্রস্বতর, সংক্ষিপ্ত। শিল্প-প্রতিমা সীমাহীন, সমগ্র। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পকর্মের এই এক জায়গায় সাদৃশ্যের কথা কেউ বলতে পারেন। শিল্পের প্রভাব আত্মায়, আত্মার অধ্যাত্ম কাঠামো গড়ে দেয় সে।

কবির কল্পনা ও মনস্তত্ত্ব শিশুর। জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা যতই গভীর হাক না কেন, শিশুর মতোই জগতের ছবি তার কাছে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষতায় উপস্থিত। অবশ্য শিশু সম্পর্কেও কেউ দার্শনিক আখ্যা দিতে পারেন। তবে তা খুবই আপেক্ষিক অর্থে। এবং দার্শনিক ধারণার মুখোমুখি হওয়া মাত্র শিল্প অদৃশ্য হয়। কবি কখন জগৎ 'বর্ণনা' করেন না বরং জগৎ সৃষ্টিতে তাঁরও হাত আছে।

শিল্পীর উপর আস্থা রাখতে পারলে, তাঁকে বিশ্বাস করতে পারলেই ব্যক্তি শিল্পের ব্যাপারে সংবেদনশীল, শিল্প অনুরাগী হতে পারেন। কখন কখন কাব্য প্রতিমার সঙ্গে এমন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকে যে সেই ব্যবধান অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। একই ভাবে ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস রাখা, সেই বিশ্বাসের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেও ব্যক্তিকে আত্মার বিস্তার ঘটাতে হয়। এ এক ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তি।

যাঁরা সত্য অন্বেষণ করেন না, তাঁদের চোখের সামনে থেকে সুন্দরকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সুন্দর তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে না। এঁরা শিল্পকার্যের দিকে একনজর তাকিয়েই তার নিন্দা করেন। অধ্যাত্ম শক্তির গভীর অভাব রয়েছে এঁদের মধ্যে। কোন উচ্চতর অর্থে নিজেদের অস্তিত্বের অর্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে

জানতে তাঁরা প্রস্তুত নন, ইচ্ছুকও নন। শিল্প সম্পর্কে তাঁদের স্থূল, কদর্য সরলীকৃত কৃত মন্তব্য—'আমার ভালাগে না, অ্যাতো বোরিং'। এটা আসলে একটা মুখোসও বটে, সত্য সম্পর্কে অনীহা, অনাগ্রহ গোপন করতেই এই কদর্য চিৎকার।

এখন, এ নিয়ে তর্ক চলেনা। এ যেন এক জন্মান্ধকে রামধনুর কথা বলা। শিল্পী যে সত্য উপলব্ধি করেছেন অন্যকে তিনি তার ভাগ দিতে চান। এ জন্য তাঁকে যে বেদনা সহ্য করতে হয় সেই বেদনার বিবরণ শোনার মতো কান স্থূল দৃষ্টিভঙ্গির মানুষের নেই। তাকে এসব কথা বলার অর্থ বধিরের কানে অমৃত বর্ষণ।

কিন্তু সত্য কী?

আমার মনে হয় আমাদের কালে সবচেয়ে দুঃখের দিক হল, সৌন্দর্য বিষয়ে মানুষের সমস্ত সচেতনতার সামগ্রিক বিনাশ। আধুনিক গণ-সংস্কৃতি ভোক্তা উৎপাদন করে জনসাধারণের আত্মাকে পঙ্গু করে চলেছে, মানুষ ও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে পাঁচিল তুলছে। নিজের সম্পর্কে মানুষের চেতনা, তার আত্মিক উপলব্ধি, অধ্যাত্ম চেতনাকে আড়াল করছে। সত্যের আহ্বানে শিল্পী সাড়া না দিয়ে পারেন না। সত্যই শিল্পীর সৃজনী বাসনার একমাত্র ব্যাখ্যাকর্তা। অন্যদের কাছে তিনি তাঁর বিশ্বাস প্রকাশ করেন, সঞ্চারিত করেন অন্যদের মধ্যে। যে শিল্পীর বিশ্বাস নেই তিনি যেন এমন এক চিত্রকর, জন্মলগ্নেই যিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

শিল্পী 'বিষয়ের' অনুসন্ধান করছেন—এরকম কথা বলা ভুল। বিষয় একটি ফলের মতো শিল্পীর মধ্যে জন্ম নেয় এবং তা দাবি করতে থাকে প্রকাশ। শিশুর জন্মের মতো, প্রসবের মতো···তবে এতে কবির গর্বের কিছু নেই, এই পরিস্থিতির প্রভু নয় কবি। সে একজন সেবক মাত্র। দাস। তার একমাত্র সম্ভাব্য অস্তিত্ব হল সৃজনশীল কাজ।···

··· ··· ···

আদর্শ প্রচার শিল্পের কাজ নয়। শিল্পের লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা, তার আত্মাকে উর্বর করে তোলা যাতে মঙ্গলের দিকে শুভের দিকে ফেরার যোগ্য হয়ে ওঠে সে।···

মহান শিল্পকর্ম বিচারের কিছু স্থায়ী নিরিখ রয়েছে। চারপাশের অন্যান্য সব কিছু থেকে এসবের সাহায্যেই যেন তাকে স্বতন্ত্র করা হয়ে থাকে। যদিও মিলনসুরের এক সুরসঙ্গতি ছাড়া সাধারণভাবে মহান শিল্পকর্ম সম্পর্কে কিছু বলা

আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। উপরন্তু একটি বিশেষ শিল্পকর্মের মূল্য অনেকটাই নির্ভর করছে যাঁরা তার রসাস্বাদন করছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ; সমাজের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্কের উপর অনেক সময় যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেখানে একটি স্ববিরোধ রয়েছে। এই গুরুত্ব যেন গ্রহীতাকেই শিল্পের শেষ কথায় পর্যবসিত না করে। গ্রহীতাকে রসজ্ঞ হতে হবে। শিল্পকর্মের মধ্যে নিহিত সর্বজনীন ও বিশেষের তত্ত্বগুলি অনুধাবন করতে হবে তাঁকে। মানব ব্যক্তিত্ব ও বাস্তবের সম্পর্ককে জুড়ে নিতে হবে তাঁকে। সে সম্পর্ক ব্যক্তিগত। নির্বিশেষ এবং বিশেষ। গ্যেটে যেমন বলেছিলেন, একটি ভাল বই রচনা করার থেকে তা পড়তে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন কাজ। সমালোচনার কাজ অনেকটাই—বিশেষ কোনও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিল্প থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া, তাকে ব্যবহার করা। সরাসরি, একেবারে শিল্পটি থেকে, আলোচ্য শিল্পের আবেগ—অনুভূতির জায়গা থেকে কদাচিৎ সমালোচনা শুরু হয়ে থাকে। শিল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণায় পৌঁছতে হলে, মূল শিল্পটির রসগ্রহণের জন্য অসাধারণ ক্ষমতা থাকা দরকার। প্রয়োজন স্বাধীন, কলুষমুক্ত বিচারবোধ। নিজেদের মত পাকা করার জন্য সাধারণত লোকে আশেপাশে তার সমর্থন খোঁজে, আলোচ্য শিল্পকর্মটির সমজাতীয়, পরিচিত দৃষ্টান্ত খোঁজে। ব্যক্তিগত আকাঙ্খা, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী শিল্পকর্মটির মূল্যায়ন শুরু করে। এভাবে হাজারটা মত বর্ষিত হল যার উপর, সেই শিল্পকর্মটির অস্তিত্ব এতে ম্লান হয় না বরং তার ব্যাপ্তি বেড়েই যায়। থোরিউ যেমন তাঁর আশ্চর্য গ্রন্থ ওয়ালডেনে বলেছেন : মহান কবিদের সৃষ্টি মানবজাতি কখনই পড়েনি। একমাত্র মহান কবিরাই তা পড়তে পারেন। অসংখ্য মানুষ যেভাবে আকাশের তারা পর্যবেক্ষণ / পাঠ করেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকে, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের দিক থেকে নয়। সেভাবেই অসংখ্য মানুষ এই সাহিত্য পাঠ করেছেন। পাঠের মধ্যে যে মেধার মহান চর্চা রয়েছে তাঁরা সে কথা জানেন না। অধিকাংশের কাছে এ এক অলস বিলাসমাত্র।

...

শিল্পী তাঁর কাজে গভীরভাবে একাগ্র না হলে মহান শিল্প সৃষ্ট হয় না। আগ্নেয়গিরির কাছেই খুঁজতে হয় হীরে। সৌন্দর্যের সব থেকে কাছে পৌঁছনোর এই যাত্রা শিল্পীর পক্ষে সম্ভবই নয় যদি তাঁর নিষ্ঠা আংশিক হয়। সৌন্দর্যের পরম রূপই শিল্প। শুদ্ধির শেষ কথা।

প্রাণের মতোই শিল্প বেঁচে থাকে। বেড়ে ওঠে। পরস্পরবিরোধী সূত্রের সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে। এইসব সূত্র পরস্পরের সঙ্গে এক মেলবন্ধন সৃষ্টি করে।

স্পর্শ করতে চায় অসীমকে। এ কারণেই শিল্পের কোন একপেশে ব্যাখ্যা হয় না। তা যেন এক অন্য বিশ্ব। গ্যেটে যেমন বলেছিলেন, 'মেধা দিয়ে যে শিল্প যত কম বোঝা যাবে সেটি ততই মহৎ শিল্প।' এই ধরনের শিল্পে বহু অনুষঙ্গ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা লীন হয়ে যায় একে। বহু হয়ে ওঠে এক।*··· □

*আন্দ্রেই তারকোভস্কির 'স্কাল্পটিং ইন টাইম' গ্রন্থের একটি নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই প্রবন্ধটি।—সম্পাদক।

Space donated by :

Phone : 274342

SELCONS

Distributors : Tata Oil Mills Company Limited
Geoffrey Manners Limited

4/1B, Nirmal Chandra Street
Calcutta-12

Space Donated by :

Phone : 57-4450

M/s. S. D. Builders

All kinds of buildings material supplier.

NAYA PALLY ROAD
Calcutta-700 055